চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বাজেট ২০১৯-২০২০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

উপস্থিত সম্মানিত প্যানেল মেয়রবৃন্দ, সম্মানিত সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরবৃন্দ, সম্মানিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সকল বিভাগীয় প্রধানগণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম। অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে জানাই আদাব।

অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এক গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের জনপদ আমাদের প্রিয় চট্টগ্রাম নগরী। বারো আউলিয়ার পুণ্যভূমি চট্টগ্রাম দুই হাজার বছরের অধিককাল পর্যন্ত এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বন্দররূপে পরিগণিত হতো। সেই স্বর্ণালি গৌরবমাখা দিন আমাদের আজও গর্বিত করে এবং চট্টগ্রামকে বিশ্বমানের নগর এবং সত্যিকার অর্থে বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। জনসেবা ও গুরুত্বের বিবেচনায় ৬০ লক্ষ মানুষের এই নগরীর প্রধানতম গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৫ম নির্বাচিত পরিষদের ৫ম বাজেট। অধিবেশনের শুরুতে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ইতিহাসের নির্মমতম হত্যাকাণ্ডে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যসহ সকল শহিদদের এবং ৩রা নভেম্বর কারাভ্যন্তরে নিহত শহিদ জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ৫২-এর ভাষা শহিদ যাঁরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। স্মরণ করছি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদ, ২ লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজকের এ স্বাধীন বাংলাদেশ। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে, যার নেতৃত্বে ২০১৮ সালের ৩০-এ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণের ব্যাপক ম্যান্ডেট নিয়ে ২০১৯ সালের ৩রা জানুয়ারি নতুন সরকার গঠনের মাধ্যমে ৪র্থ মেয়াদে রাষ্ট্র পরিচালনার শপথগ্রহণের মধ্য দিয়ে নবতর উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে সম্পৃক্ত করায়। স্মরণ করছি চট্টগ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার প্রয়াত কীর্তিমান ব্যক্তিদের, যাদের মেধা ও শ্রম ব্যয় হয়েছে এই নগর বিনির্মাণে।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রিয় নগরবাসীর কাছে, যারা আমাদের পরিষদকে এ নগরের নাগরিকসেবা ও উন্নয়নের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সে গুরুদায়িত্ব স্মরণ রেখে নগরবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর প্রত্যাশা ও চট্টগ্রাম মহানগরকে পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ নান্দনিক ও বাসযোগ্য নগর প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ২ হাজার ৪৫ কোটি ৫১ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকার সংশোধিত বাজেট ও ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ২ হাজার ৪ শত ৮৫ কোটি ৯১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকার প্রস্তাবিত বাজেট নগরবাসীর নিকট উপস্থাপন করছি।

আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নগরবাসীর সুখ-স্বাচ্ছ্যন্দের জন্য মহানগরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সড়কবাতি দ্বারা আলোকায়ন, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা, রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণমূলক ব্যয় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনভাতাদি নির্বাহ করতেই সিংহভাগ ব্যয় হয়। একটি সুদৃঢ় আর্থিক বুনিয়াদ সৃষ্টি করতে না পারলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ-দায়িত্ব পালন করা কষ্টকর হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আমরা নগরবাসীর সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি। জনগণের প্রত্যাশিত সেবা এবং আবশ্যকীয় করণীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহ নিশ্চিত করার জন্য নগরবাসীর সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রয়োজন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব গ্রহণের পর নগরবাসীকে প্রত্যাশিত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত লোকবল নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য সবচেয়ে বড় বাধা অনুমোদিত চাকুরিবিধি না থাকা। ১৯৮৮ সালের জনবল কাঠামোর পদের বিপরীতে এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্মচারী চাকুরি বিধিমালা-২০১৯ অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যা বিগত ১১ই জুলাই, ২০১৯ তারিখের এস.আর.ও. নং-২৪৩-আইন/২০১৯ মূলে গেজেটভুক্ত। এটা সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান পরিষদের তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন। এই কারণে চট্টগ্রামবাসীর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর মন্ত্রী পরিষদের প্রতি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মপরিধি বর্তমানে বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে ৯,৬০৪ জনের একটি পূর্ণাঙ্গ জনবল কাঠামো অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। নাগরিকসেবা দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে ইতোমধ্যে সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক তা কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ই-নথি ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একসেস টু ইনফরমেশন (এ. টু. আই.)-এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অর্গানোগ্রাম অনুসারে নথি ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ই-নথির অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। সচিবালয় বিভাগের বেশ কিছু ফাইল ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালাও চলমান রয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সকল বিভাগের নথি ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। এ ছাড়াও নগরে ৪১টি ওয়ার্ড কার্যালয় হতে প্রদত্ত সকল ধরনের সনদপত্র/প্রত্যয়নপত্র অনলাইনের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা চলমান রয়েছে।

রাজস্ব এবং হিসাব বিভাগের সকল ধরনের কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের ''আরবান পাবলিক এন্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ কেয়ার ডেভেলপমেন্ট'' প্রকল্পের (UPEHCDP) মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্সসহ সকল ধরনের ফি/চার্জ অনলাইনে গ্রহণের নিমিত্তে সফটওয়্যার প্রণয়ন, ব্যাংকের সাথে সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

কল সেন্টার স্থাপন, মোবাইল অ্যাপস প্রণয়ন, অনলাইন হোল্ডিং-ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স অটোমেশন, স্মার্ট ড্যাশবোর্ড, ওয়েব পোর্টাল ও ওয়েব রিপোর্টিং সিস্টেম, অনলাইন সনদপত্র ব্যবস্থাপনা, স্পট ট্রেড লাইসেন্স প্রদান, রোড কাটিং-এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রণয়ন, নগরের ৫৮ কি.মি. সড়ক বাতি কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইবার (Viber) ব্যবহার করে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সরাসরি তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ, ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ এবং আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নগরের সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্ভাবনী কার্যক্রমের জন্য বিগত ২রা জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার বিভাগের ইনোভেশন শো-কেসিং কর্মশালায় ১২টি সিটি কর্পোরেশন, ৪টি ওয়াসা ও ৪টি পৌরসভার মধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

চট্টগ্রামকে আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তুলতে স্মার্ট সিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২৭০ কোটি টাকার ডি.পি.পি. প্রণয়ন করে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রথম স্মার্ট নগর হিসেবে চট্টগ্রাম আত্মপ্রকাশ করবে বলে আমরা আশা করি।

আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে– দৈনন্দিন ব্যয় হ্রাস করে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর অধিকতর মনোযোগী হওয়া। বাস্তবতার নিরিখে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, পরিবেশ ও পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থার উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে কর্পোরেশন অগ্রাধিকারভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এর জন্মলগ্ন হতে রাজস্ব বিভাগ ক্রমান্বয়ে একটি বৃহৎ বিভাগে রূপান্তরিত হয়েছে। এ বিভাগ প্রতিবছর সম্মানিত করদাতাদের নিকট হতে কর/ফি আদায়কার্য পরিচালনা করে আসছে। নগরবাসীর সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে হোল্ডিং কর ও ট্রেড লাইসেন্স ফি, ভূমি হস্তান্তর কর, রিকশা লাইসেন্স ফি-সহ অন্যান্য খাত হতেও ফি আদায় করে থাকে। গত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে ১৬ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বেশি আদায় হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নগরীতে আবাসনসমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন হাউজিং ও অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প গ্রহণ করে। তৎমধ্যে উত্তর পাহাড়তলী মৌজার "লেক সিটি হাউজিং" প্রকল্প অন্যতম। বর্ণিত প্রকল্পের প্লট ৫৪৮ জনকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে দীর্ঘদিন উক্ত প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রকল্পের প্রায় ১০০ ভাগ কাজ সম্পন্ন করেছি। বর্তমানে প্রকল্পের 'এ' ব্লকে ১৭৩টি, 'বি' ব্লকে ১৫৪টি, 'সি' ব্লকে ৩৭টি-সহ মোট ৩৬৪টি প্লট রেজিস্ট্রি প্রদান করা হয়েছে।

আপনারা জানেন, সিটি কর্পোরেশনের আবশ্যিক সেবা কার্যক্রম হচ্ছে– বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা, রাস্তাঘাট সংস্কার ও মেরামতের মাধ্যমে চলাচল উপযোগী রাখা এবং সড়ক বাতির মাধ্যমে আলোকায়নের ব্যবস্থা করা। কিন্তু চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর বাইরেও শিক্ষা খাতে ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন শিক্ষা খাতে প্রতিবছর ৩৬ কোটি টাকা এবং স্বাস্থ্য খাতে ১৩ কোটি-সহ এ দু-টি খাতে সর্বমোট ৪৯ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করে যার নজির বাংলাদেশের আর কোনো সিটি কর্পোরেশনের নেই।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা কার্যক্রম একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ। উপমহাদেশে সর্বপ্রথম তৎকালীন চট্টগ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব নুর আহমদ পৌরসভায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯২৭ সালে নুর আহমদ চেয়ারম্যান নামে এক স্বপ্নদ্রষ্টা যে ক্ষুদ্র শিক্ষা-বৃক্ষের চারাটি রোপণ করেছিলেন তা আজ মহিরুহেই পরিণত হয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এর সুফল ভোগ করছে। তারই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জরাজীর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ, সিটি কর্পোরেশন, জাইকা ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অর্থায়নে নতুন ভবন নির্মাণ, ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও মেরামত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে ডিজিটাল ল্যাব নির্মাণসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ষাণ্মাসিক/প্রাক্ নির্বাচনী, নির্বাচনী ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের যেসকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি, স্বীকৃতি নবায়ন ও শ্রেণি শাখা-খোলার কার্যক্রম গ্রহণে দীর্ঘদিনের জটিলতা ছিল তা নিরসন করে উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহ সম্পন্নকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ফতেয়াবাদ ডিগ্রি কলেজ ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, হাতেখড়ি স্কুলটি অধিগ্রহণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ ছাড়াও শিক্ষক-কর্মচারীর তথ্য ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য একনজরে জানার জন্য ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। উপরন্তু পাঠ্যক্রমের বাইরে সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম ছাড়াও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। যেমন– তামাকবিরোধী, হাইজিন ও স্বাস্থ্যসচেতনতা বিষয়ক প্রচারণা ছাড়াও যুব রেড ক্রিসেন্ট, স্কাউট, রোভার, রেঞ্জার, গার্লস গাইড ও কাব দল বিষয়ক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশে তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৮ জন মানুষ মারা যায়। বছরে যার পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ। দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৪ কোটি মানুষ তামাকজাত পণ্য সেবন করে। সারা দেশের মত চট্টগ্রামেও তামাক ব্যবহারের হার অনেক বেশি। বিগত ২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন শীর্ষক ''সাউথ এশিয়ান স্পিকার সামিট''-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। এ-ঘোষণা বাস্তবায়নে চট্টগ্রাম শহরকে তামাকমুক্ত শহরে পরিণত করার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য চলতি বাজেটে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির এ-বিশ্বে দক্ষ জনশক্তি গঠনের মাধ্যমে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উদ্যোগকে বাণিজ্যিক রাজধানীতে সফলতা প্রদানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে রয়েছে কম্পিউটার ইনস্টিটিউট। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আর্থিক সমস্যার বাধাকে ডিঙিয়ে প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার পথ সুগম করতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে শুরু হয়েছে বিনা কোর্স ফি-তে ''মেয়র কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বৃত্তি''। এ কার্যক্রমের আওতায় এ যাবৎ ৩৯৩ জন অসচ্ছল নগরবাসীর সন্তানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান অগ্রগতির অন্যতম সম্পদ বাংলাদেশের তরুণ কর্মক্ষম জনসমষ্টি, যাদের বয়স ১৬ থেকে ৩০ বছর। এই জনসমষ্টিকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ''ইনফ্রা-ইনস্টিটিউট অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট'' নামক প্রতিষ্ঠানকে দেওয়ান হাট পোর্ট সিটি কমপ্লেক্স ভবনে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমতি প্রদান করেছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে বর্তমানে ০১টি বিশ্ববিদ্যালয়, ০২টি কলেজে অনার্স কোর্স চালুসহ মোট ০৮টি ডিগ্রি কলেজ, ১৫টি উচ্চ-মাধ্যমিক কলেজ, ৪৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ০৭টি কিন্ডারগার্টেন, ০২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ০১টি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ০৫টি কম্পিউটার কলেজ (ক্যাম্পাস), ০১টি থিয়েটার ইনস্টিটিউট, ০১টি কারিগরি ইনস্টিটিউট, ৩৫০টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ০৮টি জামে মসজিদ, ০২টি এবাদতখানা, ০৪টি সংস্কৃত টোলসহ কতিপয় বিশেষ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজড করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সে ধারাবাহিকতায় প্রিমিয়ার ব্যাংকের সহায়তায় নগরীর চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের যাবতীয় বেতন ও অন্যান্য ফি ব্যাংকের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে বিভিন্ন সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে মহানগরীকে সার্বিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মশক ও দূষণমুক্ত রাখা কর্পোরেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ-নগরীকে গ্রিন ও ক্লিন সিটিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে জবাবদিহিতার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন বিভাগের কাজের মান আরো উন্নত ও গতিশীল করার নিমিত্তে প্রত্যেক ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরদের সার্বিক সহযোগিতায় স্ব-স্ব ওয়ার্ডের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম দিনের পরিবর্তে প্রত্যহ রাত ১০:০০ ঘটিকা হতে ভোর ৬:০০ ঘটিকা পর্যন্ত এবং ডোর টু ডোর পদ্ধতিতে বর্জ্য সংগ্রহ কার্যক্রম বেলা ৩:০০ ঘটিকা হতে রাত ১১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে। এ-বিষয়ে জনগণকে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে নিয়মিত মাইকিং, লিফলেট, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারসহ নানাবিধ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। হালিশহরে চট্টগ্রামের প্রথম গার্বেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন, আরবান পাবলিক এন্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশনসমূহে এডিবি-র আর্থিক সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সম্প্রতি নির্মিত ৬টি সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন (STS)-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। নগরীর মানব বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বেসরকারি এন.জি.ও. প্রতিষ্ঠান ডিএসকে কর্তৃক হালিশহর আবর্জনাগারে ১টি এবং ওসাপ (WSUP) কর্তৃক আরেফিন নগর আবর্জনাগারে ১টি ফিকেল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মিত হয়েছে।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরও সুষ্ঠু ও গতিশীল করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা "ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন ফর দি আরবান পুওর (WSUP)"-এর নিকট হতে আরও একটি অত্যাধুনিক ভ্যাকুয়াম ট্যাঙ্কার গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন উক্ত ভ্যাকুয়াম ট্যাঙ্কারটি পরিচালনা ও পয়ঃবর্জ্যসেবা প্রদানে ব্যক্তি উদ্যোক্তা 'মেসার্স ফোরক আহমদ এন্ড সন্স'-কে শর্তসাপেক্ষে পরবর্তী ২ বছরের জন্য লিজ প্রদান করে। এতে নগরে সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা আরও একধাপ বৃদ্ধি পেল। এতে প্রচলিত সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের দুর্ঘটনার হার ও স্বাস্থ্য-ঝুঁকি অনেকাংশে কমে আসবে।

চট্টগ্রামেই হচ্ছে এশিয়ার বৃহত্তম আধুনিক কসাইখানা। নগরীর চান্দগাঁও পুরাতন থানা এলাকায় সিটি কর্পোরেশনের ৮৮ শতক জায়গার উপর এ কসাইখানা নির্মিত হবে। অত্যাধুনিক এ কসাইখানা (স্লটার হাউজ) নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ৮৩ কোটি টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে পশু জবাই ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ রক্ষায় দেশের অন্যান্য মেগা সিটির চেয়েও একধাপ এগিয়ে যাবে চট্টগ্রাম মহানগর।

স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে অতি দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত অনেক পরিবার আরো দরিদ্রতর হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য নির্মূলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে ৭ হাজার টাকার নীচে যে পরিবারগুলোর মাসিক আয় তাদের মধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ড হতে বাছাইকৃত ১০ হাজার পরিবারকে বছরে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য ''মেয়র হেলথ কেয়ার'' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। অত্র কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ এবং বিমা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে এবং ''কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড'' এ প্রকল্পের কারিগরি সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বর্তমান অর্থ বছরে প্রাথমিকভাবে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অবহেলিত স্বাস্থ্যসেবাকে আধুনিক স্বাস্থ্যসেবায় পরিণত করার লক্ষ্যে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মেমন জেনারেল হাসপাতালে সাধারণ রোগীর চিকিৎসা, গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা, বিভিন্ন এক্স-রে কার্যক্রম, দন্ত ও চক্ষু বিভাগ চালুসহ প্রতিবন্ধী কর্নার স্থাপন, ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ, আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংবলিত জেনারেল হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে বহির্বিভাগীয় ও আন্তঃ বিভাগীয় চিকিৎসাসেবার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশব্যাপী চিকনগুনিয়া ও ডেঙ্গু জ্বরকে কেন্দ্র করে জনমনে সৃষ্ট উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ নিরসনকল্পে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মশকনিধনের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম, জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাইকিং, লিফলেট বিতরণসহ ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের আওতায় বিভিন্ন সভা-সেমিনারের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা ও চিকিৎসাসেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের চিকিৎসক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোনোরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এ অ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট-এর মাধ্যমে পিচঢালা সড়কের মোট সংখ্যা ১২০২টি। মোট দৈর্ঘ্য ৭০৩ কি. মি. ও গড় প্রস্থ ৭.২০ মি.। কংক্রিট সড়কের মোট সংখ্যা ১১৭৭টি, মোট দৈর্ঘ্য ২৯৩ কি. মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৫৫ মি.। ব্রিক সলিং সড়কের মোট সংখ্যা ২০৩টি, মোট দৈর্ঘ্য ৪২ কি. মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৫০ মি.। কাঁচা সড়কের মোট সংখ্যা ২৩২টি, মোট দৈর্ঘ্য ৩৯ কি. মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৮০ মি.। খালের মোট সংখ্যা ৫৭টি, মোট দৈর্ঘ্য ১৬১ কি. মি. এবং গড় প্রস্থ ৭.২৮ মি.। পাকা নর্দমার মোট দৈর্ঘ্য ৭৩৮ কি. মি. এবং গড় প্রস্থ ১.১০ মি.। কাঁচা নর্দমার মোট দৈর্ঘ্য ২৭ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.৪০ মি.। ফুটপাথের মোট সংখ্যা ১৩৮টি, মোট দৈর্ঘ্য ১৬৫ কি. মি. এবং গড় প্রস্থ ১.৮০ মি.। প্রতিরোধ দেওয়ালের মোট দৈর্ঘ্য ৯৪ কি. মি. এবং গড় প্রস্থ ১.২৫ মি.। মোট ব্রিজ ১৯৫টি। গভীর নলকূপ ৪২৩টি, কালভার্ট ১০৩২টি। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের নিজস্ব তহবিল হতে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১১৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৬ কি.মি. নর্দমা

হতে মাটি উত্তোলন ও অপসারণ, ৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৭ কি.মি. রাস্তা সংস্কার/নির্মাণ, ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৬ কি.মি. ফুটপাথ সংস্কার/নির্মাণ, ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯টি ভবন নির্মাণ/সংস্কার ও ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২টি নলকূপ স্থাপন ও উন্নয়নকাজ চলমান রয়েছে।

প্রকৌশল বিভাগ-এর কাজকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ৪টি রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাক, ১টি পানি বহনকারী ট্রাক, ১টি বিটুমিন বহনকারী গাড়ি, ১টি মোবাইল অ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট, ১টি মিলিং মেশিন, ১টি মাটির কম্প্রেশন ভাইব্রেটর, ১টি ট্রাক মাউন্টেড ক্রেন, ১টি শর্ট বুম স্কেভেটর, ১টি লং বুম স্কেভেটর ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এডিপি খাতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৩৬৩.৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। যার মধ্যে ''বহদ্দারহাট বারইপাড়া হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত খাল খনন'' শীর্ষক প্রকল্পে ৮৫১.২৫ কোটি টাকা ভূমি অধিগ্রহণের জন্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসককে প্রদান করা হয়। বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ৫৯ কি.মি. রাস্তা, ২.২০ কি.মি. রিটেইনিং ওয়াল, ১৪ কি.মি. ড্রেন নির্মাণ, ৪টি ব্রিজ ও ২টি কালভার্ট নির্মাণকাজ চলমান আছে। ''চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ৪৯ কি.মি. রাস্তা, ৩.০৫ কি.মি. ড্রেন, ২টি কালভার্ট ও স্কেলেটরসহ একটি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ এবং ৩০.৫০ মি. দৈর্ঘ্যের একটি পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং ব্রিজসমূহের উন্নয়নসহ আধুনিক যান-যন্ত্রপাতি ও সড়ক আলোকায়ন শীর্ষক প্রকল্পটির উপ-প্রকল্পসমূহের কাজ বাস্তবায়ন পর্যায়ক্রমে চলমান রয়েছে। একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ১২২৯.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ''চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার ওয়ার্ডের সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে বাস/ট্রাক টার্মিনালের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ১৩০ কোটি টাকা চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসককে প্রদান করা হয় এবং অন্যান্য ভৌত কাজ চলমান রয়েছে। একনেক কর্তৃক ২৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ''পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ১৪-তলা বিশিষ্ট ৭টি ভবন নির্মাণের জন্য পরামর্শক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করে ড্রইং ডিজাইন-এর কাজ চলমান। তা ছাড়া বি.এম.ডি.এফ. ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অধীনে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ২৭ নং দক্ষিণ আগ্রাবাদে বহুতল ভবন নির্মাণ এবং ১১ নং দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ডস্থ ফইল্যাতলী বাজারে বহুতল ভবন ও কিচেন মার্কেট নির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছে।

জাইকা সি.জি.পি. প্রকল্পের আওতায় ব্যাচ ১-এ প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা, ব্রিজ ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাচ ২-এ প্রায় ৩৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা-নর্দমা-ব্রিজ, রিটেইনিং ওয়াল, স্কুল ভবন নির্মাণকাজ চলমান আছে। এ ছাড়াও জাইকার অর্থায়নে চলমান সি.জি.পি. প্রকল্পের ব্যাচ ২-এর সংশোধিত প্রকল্প তালিকা অনুসারে ৩৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আরো ২২টি রাস্তার উন্নয়ন (সড়ক বাতিসহ) কাজ আগামী জানুয়ারি ২০২০ সাল-এর মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়াও পাথরঘাটা রবীন্দ্র-নজরুল সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইকোন শেল্টার, পূর্ব মাদারবাড়ী সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইকোন শেল্টার, পশ্চিম মাদারবাড়ী সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইকোন শেলটার, পাঠানটুলী সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইকোন শেলটার, হালিশহর আলহাজ মহব্বত আলী সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইকোন শেলটার, দক্ষিণ-মধ্যম হালিশহর আহম্মদ মিয়া সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইকোন শেলটার এবং পতেঙ্গা সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ কাম সাইকোন শেলটার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে এবং নগরের লালদিঘির দক্ষিণ পাড়ে ১২ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৮-তলা বিশিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, সাইকোন শেলটার ও পাবলিক লাইব্রেরি নির্মাণাধীন রয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৪১টি ওয়ার্ডের সকল রাস্তা ও অলিগলিতে স্থিত পিডিবি পোলে এবং নতুন জিআই পোল স্থাপন করে টিউব, এনার্জি, হাইপ্রেসার ও LED বাতি দ্বারা শতভাগ আলোকায়ন কাজ প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে। বাতি সংখ্যা আনুমানিক ৫১ হাজার- যা ১৫৫৬টি সুইচিং পয়েন্টের মাধ্যমে অন-অফ করা হয়। উন্নত বিশ্বের আদলে Smart City গড়ে

তোলার লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প হিসাবে কাজিরদেউড়ি হতে টাইগার পাস সড়কে কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে LED লাইট স্থাপনের মাধ্যমে আলোকায়ন ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয় যা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আরো ২৭ কি.মি. সড়কে LED বাতি স্থাপন করা হয়েছে যার ব্যয় ৭ কোটি ৯২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। সরকারি একটি প্রকল্পের অধীনে নগরীর ৫৬ কি.মি. সড়কে নন-সোলার এবং ২ কি.মি. সড়কে সোলার LED বাতি স্থাপন করা হয়। এই বাতিসমূহে C.M.S. (সেন্ট্রাল কন্ট্রোল মনিটরিং সিস্টেম) সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে অন-অফ এবং মনিটরিং করা হয়। এতে পূর্বের তুলনায় অর্ধেক বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে নগরীর ৪টি ওয়ার্ডের প্রতি ওয়ার্ডে কম-বেশি ১০ কি.মি. করে ৪৬৬.৭৪ কি.মি. সড়কে ২৬০.৮৯৮৭ কোটি টাকা ভারতীয় লোন (LOC-3) ও সরকারি অর্থায়নে ২০,৬০০টি LED বাতি এবং আনুষঙ্গিক মালামাল স্থাপনপূর্বক আলোকায়ন সম্পাদনের জন্য একটি প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একনেকে অনুমোদন প্রদান করেন। উক্ত প্রকল্পের কাজ আগামী ডিসেম্বর, ২০২০ সালের মধ্যে সম্পাদন করার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত বাতিসমূহ ৫ (পাঁচ) বছর মেরামত খরচ সংশ্লিষ্ট স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান বহন করবেন বিধায় কর্পোরেশনের রক্ষণাবেক্ষণ খাতে কোনো অর্থ ব্যয় হবে না।

এ ছাড়াও জাইকার অর্থায়নে আনুমানিক ৭৮ কি.মি. সড়কে ৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে LED বাতি স্থাপন কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া আগামী দুই মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে। উপরোক্ত সড়ক বাতি সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন হলে প্রতিশ্রুত নগরীর ৪১টি ওয়ার্ড এলাকায় শতভাগ LED বাতি স্থাপনের প্রতিশ্রুতির অধিকাংশই বাস্তবায়িত হবে।

আগ্রাবাদস্থ সিঙ্গাপুর-ব্যাঙ্কক মার্কেটটি ১১-তলায় উন্নীত করা হবে। এখানে ২৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১-তলা থেকে ৫-তলা পর্যন্ত সেন্ট্রাল এসি, ৫-তলায় ফুডকোর্ট, সিনেপ্লেক্স ও কিড্স জোন করা হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটির অর্থায়নে ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভবনটি ৬ থেকে ১১-তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত আই.টি. ভিলেজ-এ রূপান্তরিত করা হবে। বি.এফ.আই.ডি.সি. রোডসংলগ্ন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এর ১১.৫৫১ একর জায়গায় আই.সি.টি. মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে 7 IT এবং ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে 12 IT হাইটেক পার্ক বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জলাবদ্ধতা নিরসনে বিগত ৪ বছরে নগরীর প্রতিটি সড়কের পাশে পরিকল্পিত ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ৫ হাজার ৬ শত ১৬কোটি টাকার ১টি মেগা প্রকল্প সি.ডি.এ.-কে অনুমোদন দিয়েছেন। যার বাস্তবায়ন দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও পানি উন্নয়ন বোর্ড ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সরকারের প্রকল্প সহায়তায় জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ করছে। আশা করা যাচ্ছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়নকাজ সম্পন্ন হলে চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনে দৃশ্যমান পরিবর্তন হবে। দৃষ্টিনন্দন হবে আমাদের প্রিয় নগর চট্টগ্রাম।

ওয়াটার এইড ও কিমবার্লির অর্থায়নে নগরীর কে.সি. দে রোডস্থ টিএন্ডটির দেয়ালের বাইরে ও লালদিঘির উত্তর পার্শ্বে, অক্সিজেন, বিবিরহাট ও নতুন ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় গোসলখানা, লকার রুম, সুপেয় পানি পানের ব্যবস্থা, প্রতিবন্ধীদের বিশেষ সুবিধা সংবলিত ৫টি আধুনিক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কন্যা সায়মা ওয়াজেদ প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিবন্ধীরা যাতে অবহেলিত না হয় সেদিকে সকলকে সুদৃষ্টি রাখতে হবে। পরিমিত পরিচর্যা, স্কুলভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সঠিক স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রয়োজনে সঠিক ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুর অটিজমের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেকখানি সহায়ক। চলতি অর্থ বছরে এ-খাতে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

আপনারা জানেন– মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। আজীবন বাংলার মানুষ এই বীর সন্তানদের বিনম্রচিত্তে স্মরণ করবে। মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণ জাতি কোনো সংবর্ধনা-সম্মাননা দিয়ে শোধ করতে পারবে না। তবুও দায়িত্ববোধ থেকে এবছর স্বাধীনতা সম্মাননা স্মারকে ভূষিত হন মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সাবের আহমদ আসগরি, সাংবাদিকতায় অঞ্জন কুমার সেন, শিক্ষায় প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দীন চৌধুরী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আহমদ ইকবাল হায়দার, চিকিৎসায় প্রফেসর এল. এ. কাদেরী, নারী আন্দোলনে ফাহমিদা আমিন (মরণোত্তর), সমাজসেবায় সাইফুল আলম মাসুদ এবং ক্রীড়ায় অ্যাডভোকেট শাহীন আফতাবুর রেজা চৌধুরী। এ ছাড়াও সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধাদের কথা চিন্তা করে তাদের জন্য আবাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১টি ভবন হস্তান্তর করা হয়েছে এবং আরো ২টি ভবন হস্তান্তরের অপেক্ষায় আছে। চলতি অর্থ বছরে এ-খাতে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নগরীর শোভাবর্ধনে "প্রবর্তক মোড় হতে গোল পাহাড় মোড়" পর্যন্ত মিড আইল্যান্ড, উভয় পাশের ফুটপাথ, গোলচত্বরসহ প্রায় ৪৫০ মিটার এলাকাজুড়ে সম্পূর্ণ আধুনিকায়নের মাধ্যমে সৌন্দর্যবর্ধন এবং জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা ও সেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে। এ পরিকল্পনায় প্রবর্তক গোলচত্বরে স্কালপচার টাওয়ার স্থাপন, মিড আইল্যান্ড ও ফুটপাথের ল্যান্ডস্কেপিং, গোলপাহাড় মোড় থেকে প্রবর্তক মোড় পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে সীমানা প্রাচীরে মুরাল/ গ্র্যাফিটি তৈরিকরণ, আলোকসজ্জা ব্যবস্থা, বসার জায়গা, আধুনিক গণশৌচাগার (প্রতিবন্ধীবান্ধব) এবং পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক টয়লেট ব্যবস্থাসহ, ওয়াশ-রুম, ইউরিন্যাল ইউনিট। এ ছাড়াও পর্যটনসেবা স্টল, যাত্রী ছাউনি ইত্যাদি নাগরিক সুবিধার কথা রয়েছে।

বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে একটি উন্মুক্ত উদ্যান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। এই উদ্যান নির্মাণ করবে রিফর্ম লি. এবং স্টাইল লিডিং আর্কিটেক্টস লি.। নগরীর ষোলশহর ২ নং গেটস্থ এ বিপ্লব উদ্যানকে বেছে নিয়েছে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান। দুই একর জমি নিয়ে এই বিপ্লব উদ্যান প্রতিষ্ঠিত। উন্নয়ন প্রকল্পের নাম দেয়া হয়েছে "সোল স্কয়ার" বা "প্রাণের স্পন্দন"। সম্পূর্ণ আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে এ উন্মুক্ত পার্কটি নির্মাণাধীন। শিশুবান্ধব নগরী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৩ নং পাহাড়তলী ওয়ার্ডস্থ শহিদ শাহাজাহান মাঠসংলগ্ন স্থানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত মনোরম পরিবেশে ''শেখ রাসেল শিশু পার্ক'' নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

টাইগারপাস থেকে দেওয়ান হাট ওভার ব্রিজ পর্যন্ত সৌন্দর্যবর্ধন ও সবুজায়নের প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। নগরীর বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র নিউ মার্কেট থেকে শুরু করে পুরাতন রেলওয়ে স্টেশন সড়ক, জি.পি.ও. এবং শাহ আমানত শপিং কমপ্লেক্স পর্যন্ত অঞ্চলের প্রায় ১ দশমিক ৭ কি.মি. দীর্ঘ রাস্তার মিড আইল্যান্ড এবং ফুটপাথের সৌন্দর্যবর্ধনের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্ক্রিপ্ট এবং অডিওস ইঙ্ক–এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয় যার মধ্যে সৌন্দর্যবর্ধনের পাশাপাশি আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন যাত্রী ছাউনি, মানসম্পন্ন আধুনিক পাবলিক টয়লেট স্থাপন, বিদ্যমান ফুটওভার ব্রিজের সংস্কার ও সৌন্দর্যবর্ধনের মাধ্যমে তা ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ

১. আধুনিক নগর ভবন নির্মাণ
২. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্মার্ট সিটি প্রকল্প
৩. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এয়ারপোর্ট রোড সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিনির্মাণ
৪. সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ
৫. চট্টগ্রাম মহানগরীতে যানজট নিরসনের লক্ষ্যে মেট্রো রেল নির্মাণ
৬. মাস্টার প্ল্যানের সুপারিশমতে প্রস্তাবিত নতুন সড়ক নির্মাণ
৭. ফিরিঙ্গি বাজার হতে বারিক বিল্ডিং পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মাণ

৮. মুরাদপুর, ঝাউতলা, অক্সিজেন ও আকবর শাহ রেলক্রসিং-এর ওপর ওভারপাস নির্মাণ

৯. ঢাকামুখী ও হাটহাজারীমুখী বাস টার্মিনাল নির্মাণ

১০. কন্টেইনার ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ

১১. নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ওভারপাস/আন্ডারপাস নির্মাণ

১২. সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব জায়গায় বহুমুখী ভবনসহ আয়বর্ধক স্থাপনা নির্মাণ

১৩. নগরীর কাঁচা বাজারগুলিকে আধুনিকায়ন

১৪. বাকলিয়া সিটি কর্পোরেশনের জায়গায় স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ

১৫. ওয়ার্ডভিত্তিক খেলার মাঠ, শিশু পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, মিলনায়তন, ব্যায়ামাগার ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ

১৬. চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে আধুনিক কনভেনশন হল নির্মাণ

১৭. নগরীতে জোনভিত্তিক থিয়েটার ইনস্টিটিউট নির্মাণ।

পরিশেষে, আমি কর্পোরেশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনাদের গঠনমূলক সমালোচনা ও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি এবং বাজেট প্রণয়নের সাথে জড়িত স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এখন বাজেট-এর খাতওয়ারি বিবরণী উপস্থাপনের জন্য অর্থ ও সংস্থাপন স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ হোসেন হিরণকে অনুরোধ করছি।

তারিখ
১৫ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
৩০ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

(আ. জ. ম. নাছির উদ্দীন)
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সংশোধিত বাজেট ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর
এবং বাজেট ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর

আয় খাত

ক্রমিক নং	বিবরণী	বাজেট ২০১৯-২০২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-২০১৯	বাজেট ২০১৮-২০১৯
১	২	৩	৪	৫
	প্রাপ্তি :			
১।	বকেয়া কর ও অভিকর-(নগদান নোট-১)	২০১,৮৩,১৮,০০০.০০	৪৩,২২,২৫,০০০.০০	১৯১,০৮,৪১,০০০.০০
২।	হাল কর ও অভিকর-(নগদান নোট-২)	১৪৪,৩৬,৬০,০০০.০০	৯০,৩৭,৩৯,০০০.০০	১৪৪,৩৪,৪১,০০০.০০
৩।	অন্যান্য করাদি- (নগদান নোট-৩)	১৩২,০২,৫০,০০০.০০	১১৪,১১,০০,০০০.০০	১৩৩,০২,৫০,০০০.০০
৪।	ফিস- (নগদান নোট-৪)	১১১,৫৫,৫০,০০০.০০	৯৬,২৩,২৫,০০০.০০	৯৯,৮০,৫০,০০০.০০
৫।	জরিমানা-	৫০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
৬।	সম্পদ হতে অর্জিত ভাড়া ও আয়-(নগদান নোট-৫)	৯১,৫৫,০০,০০০.০০	৭০,৪৫,৫০,০০০.০০	৭৩,১০,০০,০০০.০০
৭।	ব্যাংক স্থিতি থেকে আয়-	৫,০০,০০,০০০.০০	২,৫০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০,০০০.০০
৮।	বিবিধ আয়- (নগদান নোট-৬)	২০,৬৯,০০,০০০.০০	১১,৫৭,৪৫,০০০.০০	২৩,৪২,০০,০০০.০০
৯।	ভর্তুকি- (নগদান নোট-৭)	২৪,৭৫,০০,০০০.০০	২০,০৫,০০,০০০.০০	২৪,৬৫,০০,০০০.০০
	নিজস্ব উৎসে মোট প্রাপ্তি=	৭৩২,২৬,৭৮,০০০.০০	৪৪৮,৭৬,৮৪,০০০.০০	৬৯৪,৯২,৮২,০০০.০০
১০।	ত্রাণ সাহায্য-	২০,০০,০০০.০০	-	২০,০০,০০০.০০
১১।	উন্নয়ন অনুদান- (নগদান নোট-৮)	১৭০২,০০,০০,০০০.০০	১৫৫৫,৮৮,১৪,০০০.০০	১৬৮০,০০,০০,০০০.০০
১২।	অন্যান্য উৎস- (নগদান নোট-৯)	৫১,৪৫,০০,০০০.০০	৪০,৮৭,০০,০০০.০০	৫০,৩০,০০,০০০.০০
	মোট=	১৭৫৩,৬৫,০০,০০০.০০	১৫৯৬,৭৫,১৪,০০০.০০	১৭৩০,৫০,০০,০০০.০০
	সর্বমোট প্রাপ্তি=	২৪৮৫,৯১,৭৮,০০০.০০	২০৪৫,৫১,৯৮,০০০.০০	২৪২৫,৪২,৮২,০০০.০০

(আ.জ.ম. নাছির উদ্দীন)
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সংশোধিত বাজেট ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর

এবং বাজেট ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর

ব্যয় খাত

ক্রমিক নং	বিবরণী	বাজেট ২০১৯-২০২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-২০১৯	বাজেট ২০১৮-২০১৯
১	২	৩	৪	৫
	পরিশোধ :			
১।	বেতনভাতা ও পারিশ্রমিক- (নগদান নোট-১০)	২৮২,৯০,০০,০০০.০০	২৩২,৬৬,১০,০০০.০০	২৭২,৬৮,০০,০০০.০০
২।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-(নগদান নোট-১১)	৫৩,৪৫,০০,০০০.০০	২৩,৯৭,৫০,০০০.০০	৬৬,৬৫,০০,০০০.০০
৩।	ভাড়া-কর ও অভিকর- (নগদান নোট-১২)	৬,৭০,০০,০০০.০০	৩,৭০,০০,০০০.০০	৮,২৫,০০,০০০.০০
৪।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পানি- (নগদান নোট-১৩)	৪৬,৩০,০০,০০০.০০	৩৫,৪৫,০০,০০০.০০	৫১,৭৫,০০,০০০.০০
৫।	কল্যাণমূলক ব্যয়- (নগদান নোট-১৪)	৩৩,৭৫,০০,০০০.০০	৭,৬৩,০০,০০০.০০	২৯,৫০,০০,০০০.০০
৬।	ডাক, তার ও দূরালাপনী- (নগদান নোট-১৫)	১,৬৬,০০,০০০.০০	৯২,২০,০০০.০০	১,৮৬,০০,০০০.০০
৭।	আতিথেয়তা ও উৎসব- (নগদান নোট-১৬)	৫,০০,০০,০০০.০০	২,৭৬,০০,০০০.০০	৪,৩০,০০,০০০.০০
৮।	বিমা- (নগদান নোট-১৭)	৫৫,০০,০০০.০০	১৪,০০,০০০.০০	৪৫,০০,০০০.০০
৯।	ভ্রমণ ও যাতায়াত-(নগদান নোট-১৮)	১,৫৫,০০,০০০.০০	৪২,৮০,০০০.০০	১,৭০,০০,০০০.০০
১০।	বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা-(নগদান নোট-১৯)	৫,৮৫,০০,০০০.০০	৩,৪৭,০০,০০০.০০	৬,১০,০০,০০০.০০
১১।	মুদ্রণ ও মনিহারি-(নগদান নোট-২০)	৫,৪০,০০,০০০.০০	২,৩৫,৮০,০০০.০০	৫,৩৪,০০,০০০.০০
১২।	ফিস, বৃত্তি ও পেশাগত ব্যয়-(নগদান নোট-২১)	১,২৩,০০,০০০.০০	৩০,০০,০০০.০০	১,২৩,০০,০০০.০০
১৩।	প্রশিক্ষণ ব্যয়-(নগদান নোট-২২)	৮৫,০০,০০০.০০	১৭,৫০,০০০.০০	৭২,০০,০০০.০০
১৪।	বিবিধ ব্যয়-(নগদান নোট-২৩)	২১,২৪,২৫,০০০.০০	৯,৯৯,৭০,০০০.০০	১৮,৩৪,২৫,০০০.০০
১৫।	ভাণ্ডার-(নগদান নোট-২৪)	৭৮,৭৫,০০,০০০.০০	৩৭,৩০,০০,০০০.০০	৭৪,০০,০০,০০০.০০
	মোট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ=	**৫৪৫,১৮,২৫,০০০.০০**	**৩৬১,২৬,৬০,০০০.০০**	**৫৪২,৮৭,২৫,০০০.০০**
১৬।	ত্রাণ ব্যয়-	২০,০০,০০০.০০	-	২০,০০,০০০.০০
১৭।	বকেয়া দেনা-(নগদান নোট-২৫)	১৭৩,৪০,০০,০০০.০০	৫৪,৭৭,০০,০০০.০০	১৭৩,২০,০০,০০০.০০
১৮।	স্থায়ী সম্পদ-(নগদান নোট-২৬)	১১২,০০,০০,০০০.০০	৩১,০২,৫০,০০০.০০	১২১,৫০,০০,০০০.০০
১৯।	উন্নয়ন (ক) রাজস্ব তহবিল ও অন্যান্য (নগদান নোট-২৭(ক)	১৬৪,০০,০০,০০০.০০	৫৫,৩৫,০০,০০০.০০	১৬৮,০০,০০,০০০.০০
২০।	উন্নয়ন (খ) এডিপি/অন্যান্য (নগদান নোট-২৭ (খ))	১৪৫২,০০,০০,০০০.০০	১৫০৮,৫৬,১৪,০০০.০০	১৩৮০,০০,০০,০০০.০০
২১।	অন্যান্য ব্যয়-(নগদান নোট-২৮)	৩৭,৮০,০০,০০০.০০	৩৩,৩১,৫০,০০০.০০	৩৭,৭০,০০,০০০.০০
	মোট=	১৯৩৯,৪০,০০,০০০.০০	১৬৮৩,০২,১৪,০০০.০০	১৮৮০,৬০,০০,০০০.০০
	মোট=	২৪৮৪,৫৮,২৫,০০০.০০	২০৪৪,২৮,৭৪,০০০.০০	২৪২৩,৪৭,২৫,০০০.০০
	উদ্বৃত্ত=	১,৩৩,৫৩,০০০.০০	১,২৩,২৪,০০০.০০	১,৯৫,৫৭,০০০.০০
	সর্বমোট=	২৪৮৫,৯১,৭৮,০০০.০০	২০৪৫,৫১,৯৮,০০০.০০	২৪২৫,৪২,৮২,০০০.০০

(আ.জ.ম. নাছির উদ্দীন)

মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন